221

অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ | ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন ১২ ৭৮ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ খৃঃ অব্দ | ৩১সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

৩০শে ভাদ্র বৃহস্পতি বার।

আমরা ভারি বিপদাপন্ন। আমাদের ছাপাখানার কর্ম্মচারী অনেকে পীড়িত হইয়াছেন, এ সহর জায়গা না যে, ইচ্ছা কল্পিলে কারিগর পাওয়া যায়, সুতরাং আমাদের কাজের ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পর আবার জল প্লাবন। কোথাও নৌকা ভিন্ন যাওয়া যায় না। এ জলা দেশ না, এখানে নৌকা পাওয়া যায় না সুতরাং পায় পায় আমাদের বিপদ। আমরা বুঝিতেছি আমাদের অনেক ত্রুটি হইতেছে। অবস্থা মনে করিয়া গ্রাহক বর্গ ক্ষমা করিবেন।

বাবু আনন্দ মোহন বসু দুই মাস কাল কেম্ব্রিজ কালেজে প্রবেশ করিয়াই অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্ব প্রধান হয়েন ও পাঁচশত টাকার স্কলার শিপ পান। কালেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি লাটিন গ্রীক ও অঙ্ক শাস্ত্রে সকলের উপর হইয়াছেন। আনন্দ মোহন বাবুর বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। ইহার মধ্যে তিনি কেবল ছাত্র বৃত্তি দ্বারা তের হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

চিহ্নিত কর্ম্মচারি গণের এদেশে আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর কয়েক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় এবং কলিকাতা গেজেটে এ সম্বন্ধে লেফটেনেণ্ট গবরণর এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। চিহ্নিত কর্ম্মচারিগণে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ পরীক্ষা যখন ইচ্ছা তখন দিলেই হইবে। এবং তাহাদিগকে ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষা, স্থানীয় আইন, ব্যবস্থা প্রভৃতির কেবল [illegible]ক্ষা দিতে হইবে। ক্যাম্বেল সাহেব আর একটি সর্ব্বনাশের মূল করিলেন। তিনি ডিপুটি মাজিস্ট্রেট দিগের হাত হইতে মহকুমায় ভার উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব করিয়া চিহ্নিত কর্ম্মচারি গণের হাতে অর্পণ করিতেছেন অথচ চিহ্নিত কর্ম্মচারি দিগের বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ইহাতে অর্থি প্রত্যর্থি দিগের কথা মনের ভাব বিচার পতি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিবেন না এবং কথায় কথায় লোকের সর্ব্বনাশ হইবে। মহকুমার কার্য্য মুক্তিয়ারেরা চালান। তাহারা ইংরাজি জানেন না যে হাকিম দিগকে বুঝাইয়া দিবেন। ফিকিন সাহেব সাক্ষ্য আইন যেরূপ করিলেন, ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ কার্য্য প্রণালী আরম্ভ করিলেন তাহাতেও এত দিন পরে সুবিচার সম্ভবতঃ দেশে বিরল হইবে।

হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে কোন উকিলের আপিল দাখিল করিতে হইলে ইহাই বলিয়া দরখাস্তে স্বাক্ষর করিতে হইবে। "আমি বিশ্বাস মত বলিতেছি যে আমি এই আপিলের নথী পরীক্ষা করিয়াছি এবং আমার মতে উপরিউক্ত আপিলের হেতু বাদ গুলি সম্পুর্ণ সঙ্গত এবং যে হেতু আমা কর্ত্তৃক এই আপীল প্রস্তুত হইয়াছে আপিল আদালতে উপস্থিত হইয়া আপিল সমর্থন করিব।" আপিল উপস্থিত করিবার পর যদি কোন উকীলকে নিযুক্ত করিতে হয় তবে তাহার এই রূপ সার্টিফিকেট দিতে হইবে "আমি বিশ্বাস মতে বলিতেছি যে আমি আপিলের নথী পরীক্ষা করিয়াছি এবং আপিলের যে হেতুবাদ লিখিত হইয়াছে তাহা সমুদয় সঙ্গত ও আমি আপিল আদালতে উপস্থিত হইয়া আপিল সমর্থন করিব।"

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কোন উকিল অন্য আদালতে নিযুক্ত থাকায় তাহাকে এক জন সবরডিনেট জজ জরিমানা করেন। উকিল তাহার আপিল হাইকোর্টে করেন। এবং হাইকোর্টের জজেরা তাহার আপিল ডিক্রি দিয়া এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি এমন কোন কার্য্য উপস্থিত হয় যাহাতে উকীলের উপস্থিত না থাকিলে উহা নির্ব্বাহ হয় না, এমন স্থল ভিন্ন উকিলেরা আদালত হইতে ছুটি পাইবেন না। ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৪৫ ধারার ও ১৮৫৩ সালের ২০ আকটের ২ ধারার মর্ম্ম সম্পুর্ণ এই রূপ।

লাহোর হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন।

অমৃত সরের কসাইদিগের হত্যা সম্বন্ধে কয়েক জন কুকা ধৃত হয় ও কয়েক জনের ফাঁসীর হুকুম হয়। ইহা বোধ হয় আপনারা অবগত আছেন। ৫সেপ্টেম্বরের পবলিক ওপিনিয়ানে দৃষ্ট হইল যে গুরু দরবারে একটি স্থানে গুরুমুখী অক্ষরে এক খানি পরওয়ানা পাওয়া যায় তাহা এভাবে লেখা হয় যে গোহত্যা নিবারণ না হইলে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। এদিকে লাহোরের স্মলকজকোর্টের জজ জনিরামকে এক জন কুকা বধ করিয়াছে, তাহার ফাঁসি হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। তৎপরদিবস একজন ফকির ব্রকুজন সাহেবকে আঘাৎ করে। সৌভাগ্য ক্রমে আঘাৎটি সাংঘাতিক হয় নাই। ফকিরের দশবৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। তাহার নিকট এক খানি পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গোলোযোগের কথা লিখিত হইয়াছে। এই রূপ কাগজে লেখাতে ও বাজারে গল্পে লোকের মনে আন্দোলন হইতেছে। পবলিক ওপিনিয়ান লিখিয়াছেন যে ভলনটিয়ার হইবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে গবর্ণমেণ্ট অস্ত্র শস্ত্র দিতেছেন। বাঙ্গালার কেমন শান্ত ভাব কিন্তু ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি কতই না গালি মন্দ দেন। বাঙ্গালি দিগের ন্যায় সহিষ্ণু জাতি আর কোথাও দেখা যায় না অথচ আমাদিগের প্রতি স্বার্থপর ইংরাজ দিগের কি অন্যায়ই ব্যবহার।"

আসাম হইতে "আসাম বিলাসিনী" নামক এক খানি পত্রিকা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের পাঠক গণের মধ্যে অনেকে আসামী ভাষা না জানিতে পারেন, তাহাদের নিমিত্ত কয়েক পংক্তি আমরা "আসাম বিলাসিনী" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

এজন লোক এনে পরামর্শ দিছে, বোলে আসামবিলাসিনীত অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার নকরি, পূর্ব্বর প্রচলিত হোজা শব্দ ব্যবহার করা ভাল, এই কথাটি শুনি আসাম বিলাসিনী সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে, সাশ্রু লোচনে গদগদ বচনে কৈছে, বোলে এই আসাম দেশত প্রচীন নিয়মানুসারে অবলা কুলর বিদ্যা শিক্ষা করা নিষিদ্ধ আছিল, উত্তম সকউর যে কেবল নিন্দিত জ্ঞানেই করিছিল। ইদানীং ইংরাজ রাজার রাজত্ব সময়ত বিদ্যা লোচনার বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পোয়াত বিদ্যার দ্বারা অনেক২ লোক জ্ঞানী আরু লুব্ধ প্রতিষ্ঠ হৈ উন্নতাবস্থা লাভ করিছে। আরু শুনিছোঁ। বোলে সকল স্থানে সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনেই অধিক, গবর্ণমেণ্টর কার্য্যালয়তো সংস্কৃত শব্দরেহে অধিকাংশ ব্যবহৃত হৈছে, বিশেষতঃ দেশাধিপতির অনুগ্রহত, এবং অনেক অনেক কৃতবিদ্যা পরপকারী মহাত্মা সকলর সাহায্যত স্থানে২ বালীকা বিদ্যালয় স্থাপিত হৈ বহুল পরিমাণে বালিকা সমূহ বিদ্যাবতী হৈছে; মই যদিও বিদ্যা লাভ করিব নোয়ারিম যথার্থ, তথাপি দুই চারিটি সংস্কৃত বাক্য আমর ভাষার লগত মিশ্র করি ব্যবহার করি থাকিলে কি জানি মুখর সংস্কার হয়; আরু তেনে হলেইহে উত্তম লোকর লহিতে আলাপ করিব পরা যাব পারে। আরু বোলে বঙ্গ দেশতো পূর্ব্বর প্রচলিত অনেক জঘন্য ভাষা পরিত্যাগ করি শাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করছে, তর্জ্জন্যই বঙ্গ ভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হৈছে। আরু পণ্ডিত সকলও কয় বোলে, "বাণ্যেকা সমলং করোতি কৃতিনং যাসংস্কৃতা ধার্য্যতে ক্ষীয়ন্তে খলুভুষণানি সততং বাগ্‌ভুষণং ভুষণং।" অর্থাৎ এসংস্কৃতা বাণীয়েহেই লোকক সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত করে; আন২ ভুষণ সকল ক্ষয় পায়, কিন্তু বাক্য স্বরূপ ভুষণেরে যি ভুষিত হুব সেই ভুষণ সর্ব্বদা অখণ্ডনীয় রূপে থাকিব, এতেকে আমাক যেন কেবল চহা ভাষা ব্যবহার করিবলৈ উপদেশ নিদিব, এই রূপ আসাম বিলাসিনী এ জনাইছে; পরিশেষে আমারো বাঞ্ছা এই, জ্ঞানী সকলে বিবেচনা করি এই বিষয়র যথোচিত উত্তর দানে আসাম বিলাসিনীক সন্তোষিত করিব।"

যশোহরের এবার ভারি দুরবস্থা।

বৎসরের প্রারাম্ভে অতিরিক্ত বর্ষা হওয়াতে অনেক মি এককালে বুনন হয়না, তবে উচ্চ ভুমিতে আশু ধান্যের আবাদ মন্দ হয় না। কিন্তু তাহার পর ক্রমাগত বর্ষা হওয়াতে ধান পরিপক্ক হইতে বিলম্ব হয়। ইহার মধ্যে সহসা বন্যা উপস্থিত হয়। যশোহরের নড়াল মাগুরা প্রভৃতি কয়েক মহকুমার বরাবরি বন্যা আইসে, ঝিনিদহা ও সদরে প্রায় অতিরিক্ত জল বৃদ্ধি কখনই হয় না। যখন বন্যার জল আসিতে আরম্ভ হইল তখন লোকে ভাবিল যে সত্বর জল সরিয়া যাইবে সুতরাং ধান কাটিবার কোন উদ্যোগ করিল না, তখন ধান্য সম্পূর্ণ রূপে পরিপক্কও হইয়া ছিল না। ইতি মধ্যে সহসা এরূপ জল বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে লোকে আর ধান্য কাটিয়া উঠিতে পারিল না। জলের মধ্যে সাঁতার দিয়া ডুব দিয়াও অনেকে ধান কাটিয়াছে অনেকে ১০। ১২ গুণ ভাড়া দিয়া নৌকা ক্রয় দ্বারা ধান্য কর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিয়াছে কিন্তু তথাচ বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। এবৎসর কত পাকা ধান যে জলে নষ্ট হইয়াছে তাহা গণনা করা যায় না। আমন ধান্যের ত কথাই নাই। সদর মহকুমায় কোথায় কোথায় কিছু ২ ধান অদ্যাপি জীবিত আছে কিন্তু অন্যান্য স্থলে বোধ হয় ধান্যের বৃক্ষ মাত্র নাই। অতি উচ্চ স্থলেও প্রায় সাঁতার জল হইয়াছে। সেখানে আমন ধান্যের ক্ষেত্রে যে কত জল হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ কি। জলে সহস্র ২ গ্রাম উচ্ছিন্ন গিয়াছে। কোথায় কোথায় দিগদিগান্তর পর্য্যন্ত কেবল জল ধু ধু করিতেছে। কতক ঘর দরজা আছে, কতক রসাতলে গিয়াছে। জন প্রাণী মাত্র নাই। কয়েক বৎসর ঝড়ে ফল বাগান এক কালে উচ্ছিন্ন দেয়, লোকে যত্ন করিয়া আবার ফল বৃক্ষ অনেক প্রস্তুত করে, এবার তাহার অনেক অনিষ্ট হইবে। অনেক বাগান জলসংমিলিত হইয়াছে। কাটাল গাছের আর নিস্তার নাই কাটাল গাছের মূলে জল লাগিলে গাছ কখনই বাঁচে না। লোকে বলে যে বন্যার জল বৃক্ষ মাত্রের পক্ষে ভারি অনিষ্ট কর তাহা যদি সত্য হয় তবে গাছের বিষয় এবার সর্ব্বনাশ। গোরু বাছুর লোকের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে এবং দুধ এক কালে নাই। আমরা শুনিলাম ইলিস মৎসের আমদানি খুব হইয়াছে। কিন্তু অন্য কোন মৎস্য একেবারে পাওয়া কঠিন। তরকারিরত নাম গন্ধ নাই। ধান্যের হাজার অনিষ্ট হউক এক্ষণ বাজারে সুলত মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। গত দুই বৎসর এদেশে প্রচুর ধান্য জন্মে। তবে আমদানি রফতানি বন্দ হওয়ায় চালির বাজার ক্রমে চড়িতেছে। একে ত এই বিপদ, তাহাতে আবার জ্বর যশোহরে আজ মাস দুই তিন আরম্ভ হইয়া ছিল মাঝে একটু থামে আবার উহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লোক শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কাহার কোন বিষয়ে রুচি নাই, কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই। নানা দায়ে লোক হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের বুদ্ধি হত হইতেছে। জল এক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে, এবং অনেকের বিশ্বাস যে আর কিছু দিন বৃদ্ধি হইবে। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! সর্ব্ব ত্রেরই ডাক বিশৃংখল হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা হইতে আমরা ১০ ঘণ্টায় প্রায় পত্র পাইতাম, এক্ষণ ৩। ৪ দিনের কমে চিঠি পাওয়া যাইতেছে না। চাকদহা হইতে প্রায় নৌকায় ডাক চলিতেছে। সে দিন গোপাল নগর হইতে ডাক কোথায় যশোহর আসিবে না পথ বিস্মৃত হইয়া নৌকা বরাবরি গোবর ডাঙ্গায় চলিয়া যায়। আমাদের এখানকার ২। ৩ দিনের ডাক পড়িয়া আছে। কবে যে ডাকের নৌকা পৌছিয়া উহা লইয়া যায় তাহার ঠেকনাও নাই। অনেক মহাজনেরা পূজার উদ্যোগে জিনিস পত্র আনিতে কলিকাতায় লোক ও গাড়ী পাঠান এবং গাড়ী সমুদয় চাকদহায় আটকান রহিয়াছে। জল না সরিলে তাহাদিগের আসিবার যো নাই। কলিকাতা হইতে আমরা এক্ষণ ছ মাসের দুরে পড়িয়াছি। কলিকাতার দৈনিক কাগজ আমরা অদ্য কয়েক দিবস পাইলাম না। কোথায় যে কি হইতেছে তাহার কোন খোজ নাই। আমরা ভারি শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছি। এখন এই জল সরিয়া গেলে যে দুরবস্থা হইবে তাহা মনে করিলে আমাদের হৃৎকম্প হইতেছে। সর্ব্বত্র কর্দ্দমময় হইবে। লতাপত্র সমুদয় পচিয়া দেশ দুর্গন্ধময় করিবে। কতক জল কতক স্থল হইবে। এখন যেমন নৌকায় গতায়াতের কতক সুবিধা আছে তখন তাহা থাকিবে না এবং গাড়ী পাল্কি চলিবারও সম্পূর্ণ ব্যাঘাত থাকিবে। জল সমুদয় দূর্গন্ধময় হইবে এবং জগদীশ্বর না করেন সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বৃদ্ধি হইবে।

ফ্রেণ্ড ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজ দিগের মতামত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডীয়া আয় ব্যয় সংক্রান্ত সভা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ইহাই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। ইংরাজ দিগের মধ্যে ভারত বর্ষ সম্বন্ধে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রবল আছে। ইহাদের উভয় মতই সমান অনিষ্ট কর। এক দলের লোক বলেন যে আমরা সম্পূর্ণ উপচিকীর্ষা বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ভারত বর্ষ শাসন করিতেছি, আমরা ভারত বর্ষ বাসী গণের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের যত্ন করিতেছি তাহাদের ধর্ম্ম উন্নতির যত্ন করিতেছি এবং যাহাতে তাহারা জনসমাজে সুখী ও গৌরবান্বিত হয় আমরা সেই সমুদয় উপায় অবলম্বন করিতেছি। যাহাতে তাহাদের সমাজ ও রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তি ভুমির উপর গঠিত হয় আমরা সেই রূপ সমুদয় সামাজিক সুত্র এখানে রোপণ করিতেছি এবং যখন আমাদের রোপিত বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে তখন আমরা এখান হইতে প্রস্থান করিব। তখন আমরা ভারতবর্ষের উন্নত অবস্থা দেখিয়া ইহাই বলিয়া গৌরব করিব যেপৃথিবীর মধ্যে কোন জাতি কর্ত্তৃক এমন মহৎ কাজ হয় নাই এবং এমন মহৎ কাজ করিবার সুযোগও অদ্যাপি কোন জাতির মধ্যে হয় নাই; ফ্রেণ্ড অবইণ্ডীয়ার মতে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহার মতে ইংরাজেরা এখানে উপচিকীর্ষা বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া আসেন নাই তাহারা ধন মান উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন। কোম্পানি বাহাদুর সুদ্ধ অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশে ভারত বর্ষে পদার্পণ করেন। আমিরিকা, অষ্ট্রেলিয়া নবজিলাণ্ড, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ইংরাজেরা যে অভিসন্ধিতে পদার্পণ করেন ভারতবর্ষেও তাহারা সেই নিমিত্ত আগমন করেন। ইংলণ্ডের জন সংখ্যা ভারি বৃদ্ধিহয়, ইংলণ্ডে লোকের স্থল হয় না, ইংরাজ যুবকেরা দেশে অন্নকষ্ট অনুভব করিতে থাকে এবং এই সমুদয় কারণে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। অর্থোপার্জ্জনাপেক্ষা কোন উচ্চ উদ্দেশে যে তাহারা ভারত বর্ষে আসিয়াছেন সে অলীক বাক্য। অপর পক্ষেরা আবার ইহার বিপরীত বলেন। তাহারা তরবারি দ্বারা দেশ জয় করিয়াছেন এবং তরবারি দ্বারা দেশকে পদতলে রাখিতে চাহেন। ইহার কিছু মাত্র ত্রুটি দেখিলে তাহারা তাহাকে কাপুরুষতা বলেন। তাহাদের বিশ্বাস ভারত বর্ষ বাসী দিগকে যত সভ্য হইতে ইংরাজেরা দিবেন আর তত তাহাদের এ দেশে আধিপত্য কমিবে।

ইংরাজেরা যে সুদ্ধ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছেন পুর্ব্বেই না থাকুক এক্ষণ লোকের ক্রমে সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভুত হইতেছে। ভারত বর্ষে ইংরাজেরা আসিয়া বিস্তর উন্নতি করিয়াছেন কিন্তু যে উন্নতিটির প্রতি আমরা দৃষ্টি পাত করিও মনঃসংযোগপুর্ব্বক আলোচনা করি তাহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখি যে স্বার্থ প্রথম তাহাদিগকে ইহাতেই প্রবর্ত্তনা করিয়াছিল। জন সমাজের প্রকৃতি এইরূপ যে আপনাকে সুখী করিতে হইলে অপরকে সুখী করা আবশ্যক! যদি অন্যের সুখ দুঃখের সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখিয়া আপনাকে সুখি করা যাইত তবে ইংরাজেরা যে তাহা করিতেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারিনা। মনুষ্য মাত্রের স্বভাব স্বার্থ পর। আমরা এগালিটি কেবল ইংরা

জ দিগের প্রতি দেইনা তবে যেইংরাজেরা বলেন যে সুদ্ধ আমরা উপচিকির্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া ভারত শাসন করিতেছি তাহাদের ভ্রম ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডীয়া এক রূপ উত্তম করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা এক বার এসমন্ধে লিখি।

ফল যে দল বলিতেন যে আমরা কেবল ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে, এখানে আসিয়াছি সেদল ক্রমে বিবল হইতেছেন। তাহারা আমাদিগের হৃদয়ে বসিয়া রক্তশোষণ করিতেনআর ধর্ম্ম যাজকের ন্যায় মুখমণ্ডল ধর্ম্মে দয়াতে বিভুষিত করিয়য় গদ্গদ স্বরে বলিতেনযে তোমরা লড়া চড়া করিওনা আমরা তোমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাদের হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিতেছি। ভারতবর্ষীয় গণ তত শঠতা জানেনা ভারি প্রভু ভক্ত এবং রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি, পিতা মাতার ন্যায় স্নেহও শ্রেদ্ধা করে। তাহারা কিছু দিন ইংরাজদিগের এই মোহিনী মন্ত্রে মোহিত হয় এবং প্রফুল্ল চিত্তে হৃদয় শোষিত হইবার নিমিত্ত ইংরাজদিগের শোষণ যন্ত্রের সম্মুখে রক্ষা করে কিন্তু ইংরাজেরা একটী ভ্রম করেন। তাহারা আমাদিগেকে লেখা পড়া শিখান। সকল ইংরাজেরা কেবল স্বার্থের নিমিত্ত এদেশে আসেন না। কতক কতক প্রকৃত আমাদিগের মঙ্গল প্রতি দৃষ্ঠি নিক্ষেপ করেন। স্বার্থ সম্বন্ধে গণনা আবার ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজ ভিন্ন রূপে করেন। কতক ভারত সন্তান দিগের বিদ্যা উন্নতির উপয়ে তাহাদের নিজের সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন। আবার কোন কোন মহাত্মা প্রকৃত মনে মনে চিন্তা করেন যে তাহারা ঈশ্বর ইচ্ছাতে আমাদিগকে ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছে। এই নানা কারণে বিদ্যা জ্যোতি দ্বারা আমাদের চক্ষু দিপ্ত মান হয়। এবং আমরা তখন দেখিলাম যে ইংরাজেরা আমাদের হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া আমাদের হিত সাধন করিতেছেন না আমরা এক কাল পয্যন্ত প্রবঞ্চিত হইয়াছিলাম এবং যে আমাদের এইরূপ চৈতন্য হইয়াছে আর ইংরাজেরা দেব মুর্ত্তি পরি ত্যাগ করিলেন তাহাদের ধর্ম্মও দয়া পূর্ণ গদ্গদ স্বর অন্তর্হিত হইল তাহারা অমর্ষী বীরাবতার হইয়া আমাদিগকে শানিত খড়্গা দেখাইতে আরাম্ভ করিলেন। আমাদের এক্ষণ এই শেষ দশা। পূর্ব্বে আমরা সেই নিদ্রায় অভিভুত ছিলাম। আমরা জানিতে পারিতামনা যে আমাদিগকে কি বিষম রোগে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের সে মোহ নিদ্রা গিয়াছে, আমাদের চৈতন্য হইয়াছে। আমরা পীড়ার ভীষণাকার চক্ষের উপর জাজ্বল্যমান দেখিতেছি কিন্তু ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বে অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যুতে মৃত্যুর যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইতনা এক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে লড়ালড়ী করায় মৃত্যুর নিবারণ হইতেছেনা কেবল যাতনারই আধিক্য হইতেছে।

THE BRAHMO MARRIAGE BILL—THIS is our last say on the Brahmo marriage Bill. Before this we examined and cross-examined it. We found it not to answer our views. The Bill, in our opinion, is not what the Brahmos should pray for. We understand the case to stand thus. The Brahmos, on account of religious scruples, will adopt a certain form of marriage and not another. The form they would adopt is one already in a tangible shape. So the other they would refuse. Of these two the latter form, being the one in conformity with the current Hindu shastras, is valid in the eyes of law. The other, known as Brahmo marriage, has no civil status. The Brahmos want a positive civil status to this form of marriage, just as the other current forms of marriage already possess.

We believe this true view of the case has not been mostly taken. Some would use language such as 'the Brahmo' marriage is illegal.' This is altogether illogical. A thing having no legal status is not tantamount to being *illegal*. If the Brahmos are not Hindus within the meaning of the Hindu shastras, why should they be visited for their acts contravening the the provisions of those shastras. As well might then the christians of the land, be bastardized, because their marriage ceremonies do not conform to the Hindu shastras. Thus it seems to be utterly superficial to say that the Brahmo marriage is contrary to law. If all men are at liberty to enter into any contract and if marriage is only a contract why should not a *bona-fide* contract of the latter description be tolerated by law. In fact a particular law is not called for to give validity to Brahmo marriages but to bestow certainty on it and to make it as convenient as possible. More than this the Brahmoes do no require. Suppose a case of Brahmo succession to arise in a court now. Could the court refuse to give the benefit of a Brahmo marriage? We trow not, not withstanding what the Advocate General may have said to the contrary. There is a direct clause of law that in the absence of any express legislative enactment the courts of justice of this country are to act according to good conscience and equity. Now the Brahmo marriage is precisely a case under this predicament So that those Brahmos who deem themselves as altogether excluded from the definition of Hindoo, has no positive need of a law like the one in question, but only require one to assist the good conscience and equity of the courts on occasions to come.

But the case is different with those who would not relinquish their Hindooship that is to say those who would not part with their Hindoo character. With respect to these the whole question is whether the form of marriage they would adopt is according to Hindoo Law. If not it is positively illegal and not simply as in the other case a thing of a neutral and uncertain kind. Thus if the Adisomaj be not certain of the consonance of its system of matrimony to the Hindoo Shastras they would in our opinion indispensably require a law. However they seem to be certain of it. And being so assured they also require nothing more if they at all require any thing, than a simple declaratory law such as may obviate any future trouble.

Why then should the legislature introduce a distinct and new kind of marriage purely civil in its nature? It is certainly christian-like to give two berries when one only is wanted; but not when the man is incapable of swallowing more than one. The registration system of marriage is shocking to a native mind. And certainly the Brahmoes do not wish to unnecessarily hurt the feeling of their countrymen. Moreover this will cast in the back ground the very thing for which the Brahmoes want a law *viz* marriage in the presence of God as they would have it. Nay more, were the law to pass, this will be a mere useless adjunct which any body may easily elude. So rather no compulsory registration.

We want more certainty, to be sure. Let it be enacted therefore, that at all Brahmo marriages two deeds of marriage must be written out. That these deeds must be attested by at least five persons of the same persuasion. And that if the parties like these deeds *may* be registered under the law for the registration of assurances within a given time say six months.

We think the legislature may well stop with a short law like the above. But as the opinions of Medical men dicidedly pronounce sixteen years to be the marriageable age for girls, we might wish our proposed law to contain a proviso that the deed would be void if the age of the bride be not shown therein to be above the fifteenth year. It is likewise desirable that the law should insist on the parties being both without other husbands and wives. Though we have not the least doubt that the Brahmoes would of themselves strictly adhere to this principle.

But we cannot shut our eyes to the necessity of prescribing some regular forms of evidence, if possible, when we are compelled to put in the deeds of marriage certain things on the truth of which the

validity of the marriage would depend and when at the same time we would insist on the registration being optional. But we cannot see any form of evidence that can be presented by law. But the same effect can be secured in another way. Let the law contain a provision that any party interested may challenge the contents of the deeds within a fixed time say one year from the date of marriage, and that if so challenged the proof of the contents would lie on the parties who contracted the marriage if not previously registered, and that after this prescribed period the contents would be presumed to be conclusively true in any case. This scheme, we think, meets all the difficulties of the case so far as practicable and at once keeps clear of most of the objections hitherto urged from different quarters.

(Communicated)

NATIVE PUBLIC OPINION.—The members of the East Indian association in London have lately been busying themselves in endeavouring to ascertain the best means of eliciting public opinion in India, and as the subject is *one* of vast importance, it ought not to be allowed to pass without notice in this country: we therefore purpose drawing the attention of native the community as prominently as we can to it and passing our comments thereon.

An interesting paper on the desirability of the Indian Government, knowing native public opinion, and the best manner for so doing, was read by Sir Bartle Frere ex-Governor of Bombay, at a meeting of the association, which views obtained the support of the chairman, Sir vincent Eyre of the Indian Army. At a subsequent meeting it was discussed by several members, among whom were Sir Mordaunt Wells, Dr. Mouat, Mr. Mullens, and Dr. Ghose.

Sir Bartle Frere commenced by stating that public opinion was little known in India, the native press merely representing a very limited class and that it was essentially necessary for the Government to become acquainted with it, inasmach as the ignorance of it had been productive of much evil, notably the Afghan war and the Mutiny. He then proceeded to unfold his scheme as to the best manner of ascertaining public opinion; he said that this could be obtained by means of provincial councils, which would be composed of one or more members from the district councils, and which latter would be in turn recruited from delegates from village councils. In short he proposed a somewhat modified form of representative Government in India, and from the utterances of Sir vincent Eyre in according his support to it, it would appear that both the Lieutenant Governor of the N. W. Provinces and Earl Mayo approve of the measure generally.

Sir Mardaunt Wells in discussing the subject, signified his disapproval of the proposal, as education had not spread sufficiently in India for public opinion worthy of the name to be formed; and until the effects of it on the mind and character of the people had become known, it would be dangerous to carry out the project, for India would then be governed not as the Government wished, but agreeably to the will of the people.

Dr. Mouat followed and generally concurred with the preceding speaker that education had not sufficiently advanced for the scheme to be at once brought into operation, but recommended that natives should be extensively employed and consulted a great deal more than at present by the Government, instancing a number of cases in which the support of influential natives when demanded had been productive of the best results.

Mr. Mullens next spoke and gave his opinion against the scheme, as there was no such thing as public opinion in great many parts of the country and representatives from those places would be a mere sham.

Dr. Ghose then addressed the meeting in rather a desultory manner stating that the *nominated* members to the legislative councils had neither the ability nor courage to make a stand against the Government and the official members were omnipotent. He then proceeded to pass sundry remarks, one of which was, that owing to the ability with which the Anglo-Indian press was conducted, the vernacular press was in less favor with the natives.

We shall now proceed to offer our remarks on the scheme as propounded by Sir Bartle Frere, the main features of which our readers will not fail to observe are somewhat similiar to the plan sketched in the Bengal Road cess Act, recently passed by the Lieutenant Governor's council and assented to by the viceroy, regarding the introduction of Local committees: this would lead to the inference that Mr. Campbell before his departure from England to assume the reigns of the Bengal Government was probably acquainted with the proposal of Sir Bartle, and approved of it.

There cannot be the very slightest doubt regarding the desirability of the Government becoming acquainted with native public opinion, and the numerous arguments adduced by several of the speakers to prove this truism was a mere waste of time, besides drifting the discussion into a wrong channel. The question to be enquired into was the best means of eliciting public opinion and not the reasons for so doing. Therefore nothing beyond the scheme of Sir Bartle Frere was made known or suggested, and that alone we can criticise.

The plan advocated by sir Bartle might possibly answer exceedingly well, if public opinion in reality existed among the masses but not otherwise. We think there is nothing like public opinion in the proper signification of the term among them, and that it must be created before the above or any other scheme can be introduced for ascertaining it. Native public opinion is only found to exist in that small section which is represented by the vernacular press, where even it has only begun to develope and has not yet obtained full maturity. The class which Sir Bartle considers as too insignificant is daily increasing and steadily keeping pace with the spread of vernacular journals. All we can do in furtherance of the object of extending public opinion is to educate the masses so that they may be able to avail themselves of these media of instruction in public affairs. It is the native press, and that alone, that will form the national public opinion.

But, the Government have a very great responsibility to discharge with regard to the culture of this exotic plant,—public opinion, for it mainly depends on them whether it will grow up a straggling tree producing bitter fruit or a goodly tree bearing pleasant fruit. It is yet a mere sapling and needs to be tenderly nurtured. We shall for the present, content ourselves by thus briefly indicating that in order to rear up a healthy public opinion, our rulers must exert themselves but we, hope to be able to return to a consideration of the subject shortly.

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবর্ষীয়গণ কৃতজ্ঞ কি না ?

সংপ্রতি এই বিষয়টি লইয়া আমায় কোন২ সম্বাদ পত্রে তর্ক হইতেছে। আমরা ই-হাতে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতেছি। তবে বাঙ্গালিরা সকল গালি সহ্য করিতে পারেন। অকৃতজ্ঞ গালিটী সহ্য করিতে পারেন না। আমাদের এপ্রস্তাবটী ইংরাজী স্তম্ভে প্রকাশ করা উচিত ছিল কারণ ইংরাজেরাই আমাদিগকে সচরাচর অকৃতজ্ঞ বলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেক দেশীয়ের মনেও এক্ষণ কখন কখন তর্ক উপস্থিত হয় যে আমরা প্রকৃত অকৃতজ্ঞ কি না। এদুর্ব্বল হৃদয়ের উপর আমাদের কৃত সতেজ হৃদয়ের আধিপত্যে ফল ইংরাজের অন্যান্য দূষিত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দুর্ব্বল মনে এই শিক্ষাটীতে দিতেছেন। যাহা হউক আমরা পাঠক বর্গকে এই প্রস্তাবটি উৎসর্গ করিলাম। একটী উষ্ণ প্রস্রবণ মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুকুরের জল মিশাইয়া দিলে উহা

উত্তপ্ত হইয়া প্রস্রবণস্থ জলের ন্যায় হইয়া যায়। দুটী আলোক একত্রিত হইয়া রূপান্তারিত হয়, আর উহার মধ্যে যেটী তেজঃ শালী, অপরটি তাহারই ভাবাক্রান্ত হয়। মনুষ্য-মন ও এই নৈসর্গিক নিয়মাধীন। দুই ব্যক্তি একত্র থাকিলে তাহাদের গুণা গুণের বিনিময় হইয়া উভয়ের মন এক রূপ সম্মিলিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি স্বরূপ যে মহত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন সেটি যে ইংরাজদের জ্ঞাতসারে হইয়াছে এরূপ নয়, কিন্তু তাঁহাদের এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করা নিবন্ধন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারাই এটি সংঘটিত হইয়াছে। দুশ্চরিত্র লোকের সহবাসে থাকিয়া তাহার বিনা চেষ্টায় যদি আমরা অপকার গ্রস্থ হই, তবে তারপর রাগ করা, আরবাতাস সরদি লাগিলে বাতাসের পর রাগ করা, এউভয়েই তুল্য। সেই রূপ-যিনি বিনা চেষ্টায় ও অপরিজ্ঞাত ভাবে অন্যের শুভ সম্পাদনের মন্ত্র হইয়াছেন, তিনি কি করিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারেন। এদেশীয়রা স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা প্রবল। ইংলণ্ড যদি বলেন, তিনি ভারতবর্ষের উপকার করিবেন বলিয়া তাবত হস্তগত করিলেন, ভারতের উপকার মানসেই সিরাজ দৌলাকে পরাভুত করিলেন চেত সিংহের টাক লইলেন, অযোধ্যার বেগম দিগের সম্পত্তি লুঠ করিলেন, রহিলা দিগের সমূলে বিনষ্ট করিলেন ভারতবর্ষ কেন না তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবে? অথবা যে সাহেব, বাঙ্গালিকে ঘুষি দিয়া বীর্য্যের মাহাত্য শিক্ষা দেন, বাঙ্গালি সেলাম না করিলে রাগান্ধ হইয়া আত্ম মর্য্যাদা প্রকাশ করেন, তিনি যদি বলেন তে মরা আমার নিকট কৃতজ্ঞ হও তবে কি আমরা উর্দ্ধবাহু হইয়া তাহার গুণানুবাদ করিতে থাকিব। কিন্তু ইংলণ্ড বোধ হয়, ভারতবর্ষের এরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি জন্য যশঃ দাবি করেন না। তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের শাসন ভার তহার হস্তে হঠাৎ আসিয়া পড়িল, ভারতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে সে ভার পেড়াপিড়ি করিয়া লওয়া হয় নাই।

আমরা অনেক মহানুভাব প্রশস্ত হৃদয় ইংরাজ গণের বাক্য ও কার্য্যে বিস্তর উপকার পাইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ কি না তাহা সমুদয় জগত দেখিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড যদি নিজ স্বার্থ সাধনার্থ তাহাদিগকে এদেশে প্রেরণ করেন, তবে তিনি কি বলে কৃতজ্ঞতা চাহিবেন। যাহা হউক ইংরাজদের যত্নে ও জ্ঞাতসারে যে আমাদের একটি উপকার হয় নাই, একথা মুখে আনাও উন্মত্ততার কার্য্য। এত অল্প সময় মধ্যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যত উপকার করিয়াছেন, অন্য কোন বিজিত দেশ বাহ্যিক বিষয়ে এরূপ উপকৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ স্থল। সুপ্রাণালীযুক্ত বিচরালয়, উত্তম ২ বিদ্যালয়, রেলওয়ে, তার, রাস্তা, ইতাদি সুবিধা ও কার্য্য সৌকার্য্যের উপায় আপনি আপনি আইসে নাই। এগুলি ইংরাজ দিগের অতিশয় যত্ন ও কষ্টের ফল। যদি বল ইহাতে কি ইংরজদেরসুখ সচ্ছন্দতা ও সুবিধায় সম্পাদন করিতেছে না। তা হউক তাহারা যে কেবল সেই উদ্দেশেই এ সমুদায় প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা বলা আত্যান্তিক অন্যায় কিন্তু রাজপুরুষগণ এই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি বড় অপকার করেন। তাহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পথটী রুদ্ধ হয়। কোন দরিদ্র ভদ্র লোকের কিছু উপকার করিয়া যদি তাহাকে বলাযায় তুই কৃতজ্ঞ হবিনা, দেশে২ অমার নাম করে বেড়াইবি না, তখন তাহার চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতা অশ্রু না দুঃখ অশ্রু পড়িতে থাকে দুঃখিনী ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অরো একটি মহৎ প্রতিবন্ধক আছে। পিতা পূত্রকে এত যত্নে লালন পালন করেন, পূত্র প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া সেবা ও ভক্তি দ্বারা সেই অসীম কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ করিতে থাকেন, কিন্তু পূরা কালীয় রোমান দিগের প্রথানুসারে পূত্র যদি পিতার অধীনত্ব শৃংখলে চিরারুদ্ধ থাকেন তিনি কি করে পিতৃ ভক্তিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের কি জীবনী শক্তি আছে যে তিনি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ধন্যবাদ দিবেন। ভারতবর্ষ কি ভারতবর্ষ আছেন। কিন্তু ঈশ্বর করুন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের শাসন আর কিছু কাল বজায় থাকুক! তাহা হইলে ভারত ভুমি মৃত্যু প্রায় অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া ইংলণ্ডকে আপনার জন করিয়া লইবেন, আর তাহাতে যদি তিনি স্বীকৃত নাহন, তবে স্বাধীন ঈশ্বর কন্যার ন্যায় তিনি সকৃতজ্ঞে তহাকে আলিঙ্গন করিবেন।

মুল্য প্রাপ্তি।

বাবু গোপাল প্রসাদ বসু, দেওয়ানটুলি, ৭৯ সা-লের বৈশাখ ৮

বাবু রাজেন্দ্র কুমার বসু, মূনসেফ, নারায়ন গঞ্জ, ৭৯ সালের ভাদ্রের শেষ ৮

বাবু ক্ষেত্র গোপাল ভট্টাচার্য্য, মানসা, ৭৮ সালের পৌষ ৮

বাবূ উমাচরণ রায়, চটগাঁ। ৭৮ সালের ১৫ই শ্রাবণে শেষ ৩

বাবু বরদা কণ্ঠ বিশ্বাস যশহর ৭৮ সালের চৈত্র শেষ ৫

বাবু দক্ষিণা প্রসাদ বসু, যশোহর ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৫

বাবু তারিণী চরণ সেন, যশোহর ৭৯ সালের জৈ্যষ্ঠের শেষ ৫

বাবু বলহরি ঘোষ চৌধুরী, রাম নগর, ৭৭ সালের মাঘ ৫

মহারাণী স্বর্ণময়ী, কাসিম বাজার, ৭৯ সালের আশ্বিন ১০

বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন, মোরেলগঞ্জ, ৭৮ সালের ফাল্গুন ৮

অমৃত লাল চৌধুরি, ছোট জেলার নায়েব খড়িয়া ৭৮ সালের পৌষ ১০

বাবু উমানাথ সেন, কোঁচবিহার, ৭৯ সালের শ্রাবণ ১০

বাবূ দিগম্বর কানন গুই, যশোহর, ৭৯ সালের জৈ্যষ্ঠ ৫

বাবু বিপীন বেহারী, ভাদুড়ী, যশোর ২

বাবু দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তগাছা, ৭৯ সালের ভাদ্র ৮

সৌদামিনী বসু, বিস্থানন্দকাটি, ৭৯ সালের বৈশাখ ৮

বাবু উমেশ চন্দ্র বসু, নড়াল, ৭৭ সালের মাঘ ৬

বাবূ চন্দ্র কুমার সেন, পুর্ণিয়া, ৭৮ সালের পৌষ ৪৷৹

বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, বহরমপূর, ৭৮ সালের ফাল্গুন ৮

বাবু শীবচন্দ্র গুর, গোহাটি, ৭৯ সালের বৈশাখ ৮

বাবু মঞ্জুরাম দাস, লুকি, ৭৮ সালের কার্ত্তিকের শেষ ৪

বাবূ হর চন্দ্র রায় ডুমরিয়া, ৭৮ সালের অগ্রহায়ন ৪৷৹

বাবু নবিন চন্দ্র মিত্র, ৭৮ সালের অগ্রহায়ণের শেষ ৪৷৹

সংবাদাবলী।

—"রাজসাহী বিভাগের কমিসনর সাহেব রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেটকে এই মর্ম্মে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, আপনকার প্রেরিত কৈফিয়ৎ সমূদয় পাঠ করিলাম, আমার চিত্তে এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের আমলাগণ সাধারণতঃ সদ্ব্যবহারের নিয়ম লঙ্ঘন করায় এবং কয়েক জন ইংরেজ আফিসরকে অসন্মান করার দোষী হইয়াছে। আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী গণকে বুঝাইয়া দিবেন যে, যত দিন তাহারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিবেন, তত দিবস তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, যে কোন শ্রেণীয় ও উচ্চ পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারী হউন না কেন, সম্মানের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে আচার ব্যবহার করিতে হইবে। এবং ইহাও জানান আবশ্যক যে, এই কর্ত্তব কর্ম্মের ত্রুটি হইলে তাঁহারা যে অধীনস্থ পদে আছেন, সেই পদে থাকিবার অযোগ্য হইবেন। আমরা কমিসনর সাহেবের এই রূপ পত্রে বিস্মিত হইয়াছি

শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেবের এই স॰স্কারের প্রকাশ্য কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের বিশ্বাস আছে, অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা সকলেই উচ্চপদাভিষিক্ত মাননীয় কর্ম্মচারী গণকে উচিত বোধে আদর সহকারে সম্মান ও সদ্ব্যবহার প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ইহাতে রোষ ও বিদ্বেষ ভাব বিশিষ্ট যে সকল উচ্চপদাভিষিক্ত আফিসর মপস্বলে আছেন, তাঁহাদিগের স্বীয় স্বভাবের পরিচয় পথ কি আবিষ্কৃত হইবে না? আমরা ইচ্ছা করি, শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব এবিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করেন।"

—এক জন মহারাষ্ট্রীয় নর্ত্তকী আট ফরমার ১৭৫ পেজী এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

—ঢাকার একজন বিচারক অনুমতি করিয়াছেন ই॰রেজী জুতা না পরিয়া উকীল তাঁহার এজলাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না। স্বজাতি প্রিয়তা মন্দ নয় অন্য প্রকারের জুতা ই॰ রেজদের বিদ্বেষের কারণ কি প্রকাশ করিলে ভাল হয়। উহাকি তীক্ষ্ণ চক্ষে সহ্য হয়না? না এ গুলি অসভ্যতার চিহ্ন? বোধ হয় স্বদেশীয় এব॰ কোন২ স্থানে স্বজাতীয়ের ব্যবসায়ের সুপ্রতুল করাই ইহার মুখ্যোদ্দেশ্য হইবে।

—"পুঠিয়া নিবাসিনী প্রসিদ্ধ দানশীল শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহাশয়ার অশ্রুতপর্ব্ব দান শীলতার পরিচয় পাইয়া আমরা অসীম বিশুদ্ধ আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময় রসে আপ্লুত ও রোমাঞ্চিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, পুঠিয়া অঞ্চলস্থ কতক স্থান জলপ্লাবিত হওয়ায় শ্রীশ্রীমতী রাণী মহাশয়া তদঞ্চল বাসী ২।৩ সহস্র গো, ও ৪।৫ সহস্র মনুষ্যকে আশ্রয় দান পুর্ব্বক স্বীয় ব্যয়ে ভরণ পোষণ করিতেছেন; এতদ্ভিন্ন তিনি স্থানে২ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, অনাথ দীন দরিদ্র দিগকে প্রতিপালন করা যাইবে। রাজ্ঞীর দাতৃত্ব শক্তির ও বিপদ বান্ধবতার এই পরিচয় সামান্য নহে, ইহাতে পাঠক বর্গ মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। রাজ্ঞীর বয়োধিকতা সহকারে বিশুদ্ধ প্রশ॰সনীয়, দাতৃত্ব শক্তির ক্রমশঃ অধিকতর পরিচয়ে আমাদিগের চিত্তে অনুদিন একটি বিশুদ্ধ সহর্ষ বিস্ময়ের সঞ্চার হইতেছে এব॰ আশা করিতেছি যে, এই পুণ্যবতী রাজ্ঞী কিছু দিন জীবিতা থাকিলে এই ভারত ভূমির মঙ্গল হইবে। অতএব আমরা জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, অমল কীর্ত্তিমতী পুণ্যমতী শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহাশয়া সুস্থ শরীরা হইয়া সুখ সচ্ছন্দে স্বীয় বিপুল রাজ্য ভোগ করিতে থাকিয়া তাঁহার স্বীয় চিত্তগত ভারতের মঙ্গল কামনা ক্রমশঃ বলবতী ও বর্দ্ধিতা হউক।"

—লাহোরে বশীরাম রায় বাহাদুর স্মল কজ কোর্ট জজের আদালতে কুকী নামক এক জন সিকের নামে ২৪ টাকার দাবি দিয়া এক জন নালিস করে। কুকী সে মকর্দ্দমা হারে। সে মনে২ ভাবে যে বিচারে তাহার প্রতি ভারি অন্যায় হইয়াছে। কি করে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। সে জজকে বধ করিবার স॰কল্প করে। এব॰ জজ যেমন কাছারি হইতে বগীতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন অম্নী তাহার হাতে লৌহ বাঁধা লাঠি ছিল তাহা দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করে। পর২ কয়েকটি আঘাত করিল ইহার মধ্যে বশীরাম রায়ের ভৃত্যেরা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া পোলিসে অর্পণ করিল জজকে অচেতন অবস্থায় গৃহে লইয়া গেল এব॰ ডাক্তারেরা তাহার জীবনাশায় নৈরাশ হইয়াছেন। লাহোরে আর একটি হত্যা কাণ্ড হইতে হইতে থামিয়া গিয়াছে। এখানকার মিউনিসিপালিটির আসিটেণ্ট সেক্রেটরি একটি রাস্তা পর্য্যালোচন করিতেছেন ইতি মধ্যে তাহাকে এক জন মুসলমান ফকীর আসিয়া মাথায় আঘাত করে। দুই আঘাতে তাহার মাথা ফাটাইয়া ফেলে। সৌভাগ্য ক্রমে আঘাত সা॰ঘাতিক হয় না। ফকীরকে পোলিশে আবদ্ধ করিয়া মারার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে ঈশ্বর তাহাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। এব॰ তাহার হাতে এক খানি রুটি ছিল, উহা দেখাইয়া বলিল যে আর ইহার নিমিত্ত।

—ঢাকার খাজা আবদুল গণীর সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের এক মকর্দ্দমা হয় এব॰ তাহাতে গণি মিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২৭২৩৪১ টাকা পাইবেন।

—মিস গ্যাবেট এম ডি নামক একজন স্ত্রীলোক এদেশে চিকিৎসা করিতে আসিতেছেন।

—আমরা দিল্লি গেজেট হইতে এই সম্বাদটি উদ্ধৃত করিলাম। বেরিলী জেলে কয়েদিরা রাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এখানে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুরা কটি দেশে পাকান এক গাছ সুত্র বন্ধন করিয়া রাখে। ইহাকে জুনায়স বলে। এদেশে হিন্দুরা যেমন মালা গলায় ধারণ করে ইহারাও এই সুত্র সেই রূপ ধর্ম্মোদ্দেশে ধারণ করে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইবার হুকুম দেন তিনি যে এরূপ আদেশ কেন দেন তাহার কোন বিশেষ কারণ প্রকাশ নাই। তিনি সম্ভবতঃ মনে করেন যে পাছে এই সুত্র গলায় দিয়া তাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে। তাহার এই আদেশ জেলে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণে রন্ধন করিতে অস্বীকার করে। বাবর্চি দিগকে এই অপরাধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কুড়ি কি ত্রিশ বেত মারেন। বেত খাইয়া তাহারা রন্ধন করিতে স্বীকার পায়। আহারের সময় উপস্থিত। হিন্দুরা সকলে একত্রিত হইয়া বলে হয় তাহাদিগের জুনুয়া ফেরত দেওয়া হউক নয় তাহারা আহার করিবে না ৪০।৫০ জনকে বেত মারা হয় এব॰ অপর সকলকে গৃহে আবদ্ধ করা হয়। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই রূপ তাহাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করার সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারের কর্ণ গোচর হয়। তাহারা এবিষয় লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান। তদুত্তরে তিনি সুপারিটেণ্ডেণ্টের হুকুম রদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয়ে কয়েদী গণকে জুনুয়া পুনর্ব্বার প্রেরণের হুকুম দিয়াছেন। জেলের এই গোলযোগ উপস্থিত হয় সহরের যত বদমাইসেরা রাষ্ট্র করিয়া দেয় যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যত মুসলমান কয়াদির শ্মশ্রু মুণ্ডন ও হিন্দু দিগের কেশ মুণ্ডন এব॰ জুন বিচ্ছিন্ন করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই সম্বাদ সহরে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয় দোকান সমুদয় বন্দ হয় এব॰ স্থানে লোকের জনা তা হইতে আরম্ভ হয়। যদি তারে ও রূপ সম্বাদ না আসিত তবে যে কি হইত বলা যায় না। ঢাকার জেলেও অল্প দিন হইল এই রূপ গোল হয় কিন্তু বেরিলি এব॰ ঢাকা এক না। এখানে উল্টে বিদ্রোহ গণ শাস্তি পাইল।

প্রেরিত।

আমাদিগের পরিণামে কি গতি হইবে? বাঙ্গলায় সুশাসন যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিরাজিত হইতেছে তাহা কাহার অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। দেশে যে শস্য পূর্ণ ক্ষেত্রের দ্বারা ক্রমে সুশোভিত হইতেছে তাহার ও কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। রাস্তা ঘাট দ্বারা সর্ব্বত্র গতায়াতের যে অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে তাহার ও কোন ভুল নাই। বস্তুতঃ লোকের অনেক বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখ হইয়াছে। কিন্তু তথাচ আমাদের কেন ক্রমে অধঃগতি হইতেছে। আমাদিগের সে কালের স্ফূর্ত্তি নাই। সেকালের স্পৃহা নাই, সেকালের তেজ নাই, এত সুখের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও অনেক সময় ইচ্ছা হয় দেশ কেন রশাতলে যায় না। এ হীণ দশার হতাশের কারণ অধীনতা নয়; আমরা অধীনতা চির কালই জানি। ই॰রেজেরা ভারি অহঙ্কারি ও গর্ব্বিত, কিন্তু মুসলমানেরা যত দূর অহঙ্কারী ও গর্ব্বিত ছিল ইহারা তদ্রূপ নয়। সুতরা॰ আমরা হত মানের নিমিত্ত জীবনে ক্লেশ কর বোধ করি না তবে কেন আমাদের ক্রমে দুর্গতি হইতেছে? আমরা যখন এ বিষয় চিন্তা করি তখন বোধ হয় যে দেশের মধ্যে যে কি বিষ প্রবেশ করিয়াছে এব॰ তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে ধ্বংশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। আমাদিগের শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে যে পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের কিছু মাত্র শক্তি নাই বলিলে হয়। আহার ভদ্র লোক মাত্ররই প্রায় পূর্ব্বের মত নাই। আহারীয় দ্রব্য মাত্রেই পূর্ব্বের ন্যায় আর সুস্বাদু বোধ হয় না। লোকের বিশেষতঃ পল্লী গ্রাম বাসী দিগের মধ্যে আমোদের স্পৃহা অন্তঃহৃত হইতেছে। আমরা এখন পল্লী গ্রামের মধ্যে পুথি পড়ার আড্ডা দেখি না, পাশা কি দাবা খেলার আড্ডা ও ক্রমে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। সেকালের শ্রাদ্ধ ও বিবাহের উদ্যোম আর লক্ষিত হয় না।।সে কালের দলাদলির ঘুঁট ক্রমে ক্ষান্ত হইয়াছে, সমাজ ও বিরুদ্ধ অপরাধে অপরাধিকে শাসন করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক্রমে অন্তহৃত হইতেছে। যাহাতে কিছু জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইত সমাজ হইতে সে সমুদায়ই তীরোহিত হইতেছে। সমাজ এখন ক্রমেই জীবন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান, তাহারা ক্ষীণ জীবি দুর্ব্বলকে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। আমরা কি ই॰রাজ দিগের উদরস্থ হইব। আমাদের কি চরম কাল উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়রা উয়েষ্ট ইণ্ডীজে গিয়া পুর্ব্বতন আমিরিকা বাসী দিগকে গ্রাস করিয়াছেন যে দেশে কোটি২ লোকে পরিপুর্ণ ছিল সেখানে এক্ষণ প্রায় আদিম বাসীর চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না, ই॰রাজ দিগের প্রখর প্রভাবে কি আমরাও সেই রূপ ভস্মীভুত হইব? যখন ফ্রান্স দিগের সঙ্গে প্রশিয়র যুদ্ধ হয় তখন কেহ কেহ বলেন যে পরিণামে প্রশিয় রুসিয়াও আমিরিকা পৃথিবীর অপর সকল জাতিকে গ্রাস করিবে। প্রকৃত কি তাহাই?

বাঙ্গালীদের অবস্থা ।

এদেশে যে প্রকাশ্য পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে, যে পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বঙ্গদেশের দুরবস্থা উল্লেখে ক্রন্দন ধ্বনি শোন। যিনি এদেশের প্রকৃত হিতৈষী অথবা যিনি এদেশের শুভাকাংক্ষী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তাহারই মুখে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার জন্যে বিলাপ বাক্য শোন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের যে রূপ হীন দশা হইয়াছে তাহা কোন ব্যক্তির কঠিন হৃদয়কে না দ্রবীভুত করে? মফঃসলে গিয়া দেখ দুঃখী প্রজা গণ সারা দিন পরিশ্রম করিয়া আটটি পয়সা পাইয়াছে, ঐ পয়সার দ্বারা খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার, স্ত্রী জননীও দুতিনটি শিশুর ভোজন হইবেক, এতদ্ভিন্ন খাজনা আছে, ঋণ আছে, বস্ত্র আছে, এসকল বিষয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে হইবে এমন সময় গোমস্তা তাহার জনৈক পেয়াদাকে তাহার বাটিতে আহার বরাত দিলেন, আর বাক্য ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই, তিন পয়সা তাহার ভোগে গেল আর কয়েকটি পয়সায় আপনার সপরিবারের দিনপাত হইল। গ্রামের মণ্ডল, প্রজাগণের নিকট বিলক্ষণ মান্য, এই মণ্ডলকে মিথ্যা অথবা প্রকৃত কোন অপবাধের জন্যে ধরিয়া আনিয়া বাহিরে নিয়ে যা, জুতা মার আজ্ঞা প্রচার হইতেছে। দুঃখী প্রজা সর্ব্ব সমক্ষে এই পাদুকা প্রহার সহ্য করিয়া আবার সেই ভুস্বামীর পদতল হইতেছে; সেই সময়ে সেই দুঃখি গণের মুখের ভাব যিনি সন্দর্শন করিয়াছেন, সেই হতাশ ভাব যেন চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছে, তিনি আর তাহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। অন্নের জ্বালায় জ্বলিত হইয়া লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া উপযাচক ভাবে কত গ্লানির সহিত অন্যের বাটিতে আহার করিতেছে। আমরা যে সকল দ্রব্য ঘৃণায় স্পর্শ করি না, এ সকল সামগ্রী পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। দরিদ্রতা ও শাসনে লোক গুলি এমন হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আপনাদিগকে এত নীচ বলিয়া সংস্কার জন্মিয়াছে যে এদের মুখোচ্ছিষ্ট খাইতে ঘৃণা বোধ নাই। অজ্ঞানতঃ যদি কেহ কোন মুচিকে স্পর্শ করিতে যায়, তবে অমনি বলিবে এখন "আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি মুচি !, এ চেয়ে নীচত্ব আর কি হইতে পারে? কেবল যে ইতর লোকের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, এমন নয়; যাহাদিগের ভদ্র লোক বলিয়া অভিমান আছে, তাহাদিগেরও প্রায় এই রূপ দুরাবস্থা। বিশেষের মধ্যে এই যে এদের মনে২ একটুকু মান বোধ আছে, ইহাতে করিয়া অপমানিত হইয়া অধিক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তেজের লেশ নাই যে তাহার প্রতিহত্যার চেষ্টা করিবেক, চেষ্টা দূরে যাউক, বোধ করি মনেও কখন ভাবে না। এচেয়ে নীচ দশা আর কি আছে যে পেয়াদার সঙ্গে কথা বলিতে সাহস হয় না। মূর্খতা এমনি যে ভুস্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান! ভুস্বামী যদি শুদ্ধ কোপ করিলেন, তবে বুঝি সর্ব্বনাশ হইল! সে কথাও নিতান্ত মিথ্যা নয়। আমার নিতান্ত দুঃখ এই যে, পল্লি গ্রামস্থ লোকের দূঃখের সহস্রাংস মাত্রেও বর্ণন করিতে পারিলাম না, কিন্তু কেহ যেপারেন আমরা এমন ও ভরসা হয় না। যদি কেহ দীর্ঘকাল তথায় বাস করিয়া এসকল প্রত্যক্ষ করেন, তবেই তিনি তাহা বুঝিতে পারেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে কেবল নির্দ্ধনিতার জন্যে এদেশের এরূপ হীন দশা হইয়াছে। প্রসিদ্ধি হেতুই নির্দ্ধনিতা, তাহার ভুল নাই, কিন্তু দারিদ্র্য হইতে যে এরূপ হইয়াছে, তাই বা বলি কি করিয়া? লক্ষ পতি, ক্রোর পতি ব্যক্তি গণেরও অতি অদ্ভুতরূপ নীচত্ব দেখি, তবে সকল স্থলে সে কথা খাটে কই? ঘৃণার কথা বলিব কি? পল্লী গ্রামস্থ লোক সম্বন্ধে ভুস্বামীগণ যেরূপ, ভুস্বামী গণও ইংরেজ দিগের সহিত, অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করেন। ইংরেজ, দেশের রাজা, অবশ্য তাহাদিগকে মান্য করিতে হয়, ভুল নাই। রাজাকে মান্যকর, রাজ পুরুষ গণকে মান্য কর; সামান্য কুটিয়াল গণের পদনত হওয়া কোন বিবেচনা? আমি জানি নীল বিদ্রোহের সময় কোন ব্যক্তি এক ভুস্বামীকে প্রজা গণকে সাহায্য করা প্রর্থনায় এক পত্র লিখেন ভুস্বামী তাহাতে কর্ণ পাত না করিয়া অতি জঘন্য এক জন কুটিয়ালকে বলিয়া দেন দেখ অমুক ব্যক্তি প্রজা গণের সাহায্য করিতেছে এবং আমাকেও সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছে। আমাদিগের জমিদার দিগের দশা ত এই গেল। তার পর ইয়ং বেঙ্গাল,, অর্থাৎ নব্য সম্প্রদায়। ইহাদের উপর দেশের ভারী শুভাশুভ নির্ভর করে। কিন্তু ইহাদের অবস্থাও তত স্পৃহনীয় নহে। ইহারা যত দিন কলেজে থাকেন, তত দিন দেশের উপর তাহাদের কিছু মায়া থাকে। কিন্তু কলেজও ছাড়িলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশানুরাগ যা কিছু ছিল তাহার জলাঞ্জলি হইল। সংসারে ঢুকিবা মাত্র ইহাদের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। কিসে টাকা হইবে কেবল সেই চিন্তাই অনবরত প্রবল থাকে আমি কৃষ্ণনগরের এক জন কলেজের ছাত্রের কথা জানি। তিনি এক্ষণ এখানকার এক জন মস্ত উকীল। তাহার কলেজে পড়িবার অবস্থায় তিনি বলিতেন, আমি যদি উকীল হইতে পারি, তবে আমার প্রধান কার্য্য থাকিবে নীল কর দিগের বিরুদ্ধে প্লিড করা। যদি বিপুল অর্থ দান করে ও তাহাদে বিরুদ্ধে প্রকৃতই অন্যায়াচরণ হইয়াছে বুঝিতেপারি তবু তাহাদের পক্ষ গ্রহন করিবনা। কিন্তু তিনি যে বৎসর উকীল হইয়া আসিলেন, তাহার পর বৎসরই অতিযৎ সামান্য অর্থের জন্যে এক জন কুঠিয়ালের পক্ষ হইয়া প্লিড করেন এবং প্রায় সকলই জানিত যে সে মকর্দ্দমায় কুঠিয়াল সম্পূর্ণ দোষী। বিচারেও কুঠিয়ালের হার হয়। যাহাদের উপর আমাদের এত বল ভরসা তাহাদের অবস্থাও ত এই। এক্ষণ আমরা কার দিকে তাকাই? বঙ্গবাসী গণ। তোমাদের অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর!

কৃষ্ণনগর জনৈক বাসন্দা।

বিধবা বিবাহ ও সামাজিক শাসন।

সামাজিক শাসন আবশ্যক কেন, কেন সকলে একত্র হইয়া এক ব্যক্তিকে অপদস্থ ও তাহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য বন্দ করিতেন তাঁহাদের কি কোন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, যখন এই কথাটি আমার হৃদয়ে আন্দোলিত হইতে থাকে তখনই শাস্ত্র কর দিগের বিশেষ দূর দর্শিতার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে দুষ্কর্ম্ম ও পাপাচরণ নিবারণ জন্য এইটি প্রথম সৃজিত হয়। মনুষ্য যখন ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উন্মার্গগামী হয় তখন তাহাকে লজ্জা প্রদান দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য আত্মীয় বর্গ এই প্রকার ঘৃণার দ্বারা লজ্জা প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহাতে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা বলিয়া মহাজন গণ এই নিয়ম প্রচলিত করেন, কিন্তু এক্ষণকার অবস্থা দর্শন করুন দেখিবেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। যেখানে দুষ্কর্ম্মকে দমন জন্য সকলের একত্র হওয়া আবশ্যক সেখানে ইহার প্রাদুর্ভাব কিছু মাত্র উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যদি কেহ স্বকীয় স্বাধীন মন বুদ্ধি দ্বারা ভারতের হিতার্থে কোন অবলা বিধবার পাণি গ্রহণ করেন সেখানেই এই দেশের কণ্টক স্বরূপ মহাত্মারা স্বকীয় পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে থাকেন। কেহ সহস্র দুষ্কর্ম্ম করুক, আত্মীয় বর্গ সহস্র সহস্র ভ্রূণ হত্যার উৎসাহ প্রদান করুক, শত শত বিধবা কামিনীর সতীত্ব নষ্ট করুক, সুরা দ্বারা দেশ কলঙ্কিত হউক, তাহাতে সমাজের ভ্রূক্ষেপ ও নাই, কিন্তু যদি কেহ শাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদিত বিধবা বিবাহের প্রচলন জন্য ঐ প্রকার কোন অবলা বালার পাণি গ্রহণ করেন তবে তখনই সমাজ তাঁহাকে স্বকীয় বল দ্বারা দলিত করিবার জন্য ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। নিম্ন লিখিত বিষটি আপনার ও আপনার পাঠক বর্গের গোচরার্থে উপহার প্রদান করিলাম।

হরি হরপুরে হর চন্দ্র নামক কোন ব্যক্তি যাইমণী নামা কোন বিধবার পাণি গ্রহণ করেন। কিছু কাল পরে তাঁহার ঐ স্ত্রী কাল গ্রাসে পতিত হয় এবং তাঁহার পিতা মাতা বাৎসল্য ভাবের বশীভুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে গৃহে স্থান প্রদান করেন তজ্জন্য তথাকার আঢ্য কুটিল মহাজনেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি দল সৃজন করেন। এই বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের কোন আত্মীয় কোন ব্রাহ্মণ বিধবাকে বাহির করিয়া আপনার গৃহে রক্ষা করিয়াছে। শুনিলাম ঐ মহাত্মারা পুরুষ বেটা ছেলে কোন ভয়ানক পাপ করে নাই বলিয়া তাহার উৎসাহ ও পোষকতা করিতেছেন। ধন্য সমাজ তোমাকে আর কি বলিব, তুমি এক্ষণে স্বকীয় প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া, আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি ধন শালীর নিকট ও অগ্রসর নহে, সাহসী দুর্ব্বিত্ত নরাধম ব্যক্তির নিকট কুণ্ঠিত, কিন্তু কেহ সৎ কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করিলে তাহারই উপর অধিকতর বীর্য্য সহকারে দংশন কর, ধিক তাহাদের যাহারা এই সকল দেখিয়াও নয়ন মুদ্রিত করে।

বশম্বদ

শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

(*A Novel full of Mysteries in Bengali.*)

এই এক নূতন !

আমাদের গুপ্ত কথা !!

অতি আশ্চর্য্য !!!

প্রথম পর্ব্ব ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গীন টাইটেল যুক্ত একত্রে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৳০ বার আনা ডাক মাশুল ৵ আনা। এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব সংখ্যানুসারে প্রতি রবিবার এক এক সংখ্যা প্রকাশ হয়, ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র। সাজাহানের দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীর পুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীনবীন কৃষ্ণ বসু।

এদেশে অন্যান্য কার বারি লোকের ন্যায় ছুতরের ভারি কষ্ট আমরা ইহার নিবারণ নিমিত্ত এখানে একটি কাষ্ঠের কারখানা খুলিয়াছি ইহাতে উত্তম উত্তম মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র অপেক্ষা অতিসল্প ব্যয়ে অতি সল্প সময়ে উত্তম কাষ্টে যিনি যে রূপ অডর দিবেন প্রস্তুত করিয়া দিব। অডর বুঝিয়া দাদন করিতে হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র

গৌরনগর।

বিজ্ঞাপন।

হমিওপেথী চিকিৎসা।

বাবু বেণিমাধব ঘোষ এই চিকিৎসা অমৃত বাজারে আরম্ভ করিয়াছেন। হমিও পেথী চিকিৎসার অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার নিকট অসাধ্য কোন রোগী নাই। ডাক্তার ও কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগ এই চিকিৎসাতে এক মাত্রা ঔষধ সেবনে অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। বেণিবাবু অল্প কালের মধ্যে এখানে অনেক গুলি কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বিক্রয় নিমিত্ত তাহার নিকট বিস্তর হমিও পেথী ঔষধ প্রস্তুত আছে। তিনি সুলভ মুল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। অমৃত বাজার

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মুল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্তা

বিষয়বিক্রয়

নিম্ন লিখিত বিষয় খোস কোয়ালায় বিক্রয় অথবা দরপত্তনি বন্দ বস্ত করা যাইবেক

জেলা যশহরেয় অংন্তপাতি ডিহি সরূপপুরের মোতা লোক ডিহি কনেজ পুরের সামল মৌজে কাশিম পূর, সদর জমা ২০৭০০০ মপস্বাল হস্ত বুদ ১৫২০ এই তালুকের রকম ৵৮ গণ্ডা আমার নিজ হিস্যা সদর জমা ৩৬৮ মপস্বাল হস্তবুদ ৬০৮ ন্যায্য লভ্য ২৪০ টাকা আমার এই ২৪০ টাকা লভ্যের বিষয় আমি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা নগত পাইলে খোস কোয়ালায় বিক্রয় করিব কিম্বা ১৮০০ এক হাজার আটশটাকা ছেলামি পাইলে ৫০ টাকা সরঞ্জমি রাখিয়া দিয়া দর পত্তনি বন্দ বস্ত করিব এবিষয় কখন জরিপ জমান বন্দি হয় নাই তাহাতে ও আর এক ১০০ টাকা লভ্য হইতে পারে যাহার আবশ্যক হয় নিম্ন স্বাক্ষরাকরির নিকট পত্র কি লোক পাঠাইবেন। সন১২৭৮ সাল—২৮শ্রাবণ

শ্রীকেলাস চন্দ্র মিত্র
গৌর নগর পোষ্টাপিস

আগামি অক্টবর মাস হইতে সম্বাদ পত্রের মাস্থুল কমিয়া আধ আনা হইবেক অতএব ইহা দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আধ আনা দামের অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প আমারা গ্রহণ করিব না

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মত সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণে ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট "সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেতডাক মাস্থুল ।৵ আনা

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকর
অমৃত বাজার।

গঙ্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এম বি

কর্ত্তৃক নূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হস্টেল শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানবিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রযোজন হয় তিনি শ্রীধর পূরের বাসার নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মামারক কাটি।

মৎ প্রনীত "ভুগোল বিদ্যা" নামক ভুগাল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থুল স্থুল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পূরাতন পৃথিবীর তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পূস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে।

মূল্য ৸৵ আনা মাত্র।

ভবানিপূর জগুবাবুর বাজার }
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক } শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ

ধর্ম্মও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চবর্ত্তী।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেত কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মূদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বার নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশ- মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল — যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; বি, এল — কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল — কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশীপুর

বাবু দীননাথ সেন, — গোহাটি

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, — বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিস্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা
ষান্মাসিক ৪॥০
ত্রৈমাসিক ২৸
প্রতি সংখ্যা ।০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ১০ টাকা
ষান্মাসিক ৬।০
ত্রৈমাসিক ৩৸

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০
ও ততোধিক বার /০

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত